অন্যান্য কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

সুকুমার রায়

মেঘ

সাগর যেথা লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে–
আকাশ-ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় যেথা আকাশ-দোলায় শুয়ে–
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছু'য়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা–কূলকিনারা ছাড়ি,
রং বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশবিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছ্না রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন্ অকূলের সন্ধানেতে কোন্ পথে যায় ভেসে–
পথহারা কোন্ গ্রামের পরে নাম-জানা-নেই-দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে আঁধার আসে ঘিরে!
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে–দুন্দুভি দেয় সাড়া!
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা।

BANGLADARSHAN.COM

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে গানের চোটে ঘুমটি ছোটে–
চোখ্‌টি খোলো, গাত্র তোলো–আরে মোলো সকাল হলো।
হায় কি দশা পড়্‌তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,–
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে!
স্কুলের পড়া বিষম তাড়া, কানটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥
খেল্‌তে যে চায় খেল্‌বে কি ছাই বৈকেলে হায় সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেম্নি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে;
ভাঙ্‌ল মেলা সাধের খেলা–আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা–
মুখ্‌টি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপ্‌সা চোখে ক্ষীন আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার হপ্তা কাবার!

BANGLADARSHAN.COM

আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা–(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)!
তার যে ছিল ময়ূর–(না না,
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা–
–(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা)?
শুনেছি তার পিশতুতো ভাই–
–(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বল্‌ত সে তার শিষ্যটিরে–
–(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে)।
যা হোক, তারা তিনটি প্রাণী–
–(পাঁচটি তারা, সবাই জানি!)
যাও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
(আচ্ছা বল, চুপ করেছি)॥
তারপরে যেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা–
–(কোথায় জটা? টাক যে ভরা!)
হোক্ না টেকো তোর তাতে কি?
গোম্‌রামুখো মুখ্যু ঢেঁকি!
ধরব ঠেসে টুঁটির পরে
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধরে।
এখন বাছা পালাও কোথা?
গল্প বলা সহজ কথা?

BANGLADARSHAN.COM

লোভী ছেলে

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,–

আধ আধ ঝাপ্‌সা বুলি
কোন কথা কয়না খুলি।

বসে বসে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে–

শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে?

একটুখানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,

নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে
তুলব বাড়ি মাথায় ক'রে।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন্ ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ-ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙিন্ বেশে রঙিন্ ফুলে রঙিন্ প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে দেখ্‌ছে না তা—নাইবা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি।

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারি কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

নূতন বৎসর

‘নূতন বৎসর! নূতন বৎসর!’ সবাই হাঁকে সকাল, সাঁঝে,
আজকে আমার সূর্যি মামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্তিলাসান্ করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগল তালা, থাম্‌ল সাধের পড়ার ঘানি।

এক্‌জামিনের বিষম ঠেলা চুক্‌ল রে ভাই ঘুচ্‌ল জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক্ তবে আজ ‘হকির’ পালা
কোন্‌খানে কোন্ মেজের কোণে, কলম কানে, চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দিবেন হকির গোলা, শঙ্কা ত নাই তাহার তরে,
তঙ্কা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে
‘গোল্লা’ পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে!

BANGLADARSHAN.COM

আয় তবে আয় নবীন বরষ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা-ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয়রে সুখের ছুটির দিনে আম-কাঁঠালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখির নীড়ে চাঁদের হাটে আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মত,
জয় হে তোমার, নূতন বছর! তোমার যে গুণ গাইব কত?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচ্‌ল কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে, নূতন আশায়, নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

সাহস

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাক্‌তে পারি সয়ে।
আঁধার ঘরে ঢুক্‌তে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুর্‌ দুর্‌ জুজুর নামটি শুনে।
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও ত থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাইনেকো আহাম্মুকের মত।
মামার বাড়ির কুকুর দুটোর বাঘের মত চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এম্‌নি আমার রোখ্‌।
এম্‌নি আরো নানান্‌ দিকে সাহস আমার খেলে
সবাই বলে “খুব বাহাদুর” কিম্বা “সাবাস্‌ ছেলে।”
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ’লে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে–
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

BANGLADARSHAN.COM

কানে খাটো বংশীধর

কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুনগুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপূর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর॥
বংশীধর বলে, “আহা, না জানি কি পাখি
সুদুরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি॥
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি॥
এদিকে বেড়াল ভাবে, “এযে বড় দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায়॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায়॥
আর তো চলে না সহা এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি॥”
বংশীধর ভাবে, “একি! বেসুরা যে করে,
গলা ভেঙে গেছে তাই ‘ফ্যাঁস’ সুর ধরে॥”
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি॥

BANGLADARSHAN.COM

ও বাবা!

পড়তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র্ ঘড়র্ নাক ডাকান ধুম?
সখ যে বড় বেজায় দেখি–দিনের বেলায় ঘুম!

বাতাস পোরা এই যে থলি দেখ্‌ছ আমার হাতে,
দুড়ুম ক'রে পিট্‌লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁতকে উঠে পড়্‌বে কুপোকাৎ
লাগাও তবে–ধূমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!

ও বাবারে! এ কেরে ভাই! মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি।
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আস্‌ছে আমায় তেড়ে–
আর কেন ভাই দৌড়ে পালাই প্রাণের আশা ছেড়ে!

BANGLADARSHAN.COM

আয়রে আলো আয়

পূব গগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোণে লাজুক আলো
নয়ন মেলে চায়।
আকাশতলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে
আলোক মাখে গায়॥

সোনার আলো রঙিন্ আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো–
আয়রে আলো আয়।

আয়রে নেমে আঁধার পরে,
পাষাণ কালো ধৌত ক'রে
আলোর ঝরণায়॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘুম ভাঙান পাখির তানে
জাগ্‌রে আলো আকুল গানে
অকূল নীলিমায়॥

আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখ ভয়ে আঁধার মনে,
আয়রে আলো আয়॥

বেজায় খুসি

বাহবা বাবুলাল! গেলে যে হেসে?
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে?

এদিকে মিটিমিটি দেখ কি চেয়ে?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু'গাল বেয়ে!

হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে
চোখের কোণে কোণে বিজলী খেলে।

হাসির রসে গ'লে ঝরে যে লালা
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা?

যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা
বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা!

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মী

হাত-পা ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গাল দুটি তার খাব্‌লা–মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা,–

কোথায় বা তার চুল বিনুনি কোথায় বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছে কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল তার সেবাতেই রত
খাওয়ান শোয়ান আদর করেন ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম “বিশ্রী পুতুল” অম্‌নি বলেন রেগে–
“লক্ষ্মী পুতুল, জ্বর হয়েছে তাইত এখন জেগে।”

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল ‘আয় আয় আয়’ ব’লে–
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হ’য়ে পড়ল ঘুমে ঢুলে!

BANGLADARSHAN.COM

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ–
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে ‘পালাই পালাই’ মনটা উড়ু উড়ু–
পড়ার কথা খাতার পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে!
মন চলে না–মুখ চলে যায় আবোলতাবোল ব’কে!
কানটা ঘোরে কোন্ মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা ও কান দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই কেবল দেখে ঘড়ি;
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি।
কল্পনাটা স্বপ্নে চ’ড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে–
আর কি রে মন বাঁধন মানে? ফিরতে কি চায় পাঠে?
পড়ার চাপে ছটফটিয়ে আর কিরে দিন চলে?
ঝুপ ক’রে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে।

BANGLADARSHAN.COM

আজব খেলা

সোনার মেঘে আল্‌তা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্যি মামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভ'রে ভ'রে
আপন ছবি আপনা মুছে আঁকে নূতন ক'রে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরায় না কি সোনার খেলা? রঙের নাহি পার?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার?

BANGLADARSHAN.COM

সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠ্‌ছে জেগে—সেই কথা কি সূর্যি মামা জানে?

মনের মতন

কান্না হাসির পোঁটলা বেঁধে, বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হ'ল ভূতের মুলুক খুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ঐ দ্বারে,
বল্ দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে আনন্দময় গান।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘের খেয়াল

আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট বড় সাদা কালো কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায় কোন্ তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।

বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে উঠে–
শুয়ে ব'সে সভা করে সারাদিন জুটে।
কি যে ভাবে চুপ্‌চাপ্, কোন্ ধ্যানে থাকে,
আকাশের গায়ে গায়ে কত ছবি আঁকে।
কত আঁকে কত মোছে, কত মায়া করে,
পলে পলে কত রং কত রূপ ধরে।

BANGLADARSHAN.COM

জটাধারী বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে,
গুরুগুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলিকের ঝিকিমিকি চোখ করে কানা,
হড়্ হড়্ কড়্ কড়্ দশদিকে হানা।
ঝুল কালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের যত নীল সব দেয় মুছে।

আলো ছায়া

হোক্‌না কেন যতই কালো
এমন ছায়া নাইরে নাই–
লাগ্‌লে পরে রোদের আলো
পালায় না যে আপ্‌নি ভাই।

শুষ্কমুখে আঁধার ধোঁয়া
কঠিন হেন কোথায় বল্‌,
লাগ্‌লে যাতে হাসির ছোঁয়া
আপ্‌নি গলে হয় না জল॥

BANGLADARSHAN.COM

বিষম ভোজ

“অবাক কাণ্ড!” বল্‌লে পিসী, “এক চাঙাড়ি মেঠাই এল–
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমেষে কোথায় গেল?”
“সত্যি বটে” বল্‌লে খুড়ী, “আনল দু’সের মিঠাই কিনে–
হঠাৎ কোথায় উপ্‌সে গেল? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে?”
“দাঁড়াও দেখি” বল্‌লে দাদা, “কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পট্‌লা ট্যাঁপা–পাচ্ছিনে যে তাদের সাড়া?”
পর্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ঐ কোণেতে
চল্‌ছে কি সব ফিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ শুনল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দুজন টপ্‌টপাটপ্‌ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্‌ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কান বুঝি যায় টানের চোটে।
পটলবাবুর হোম্‌রা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকন সুরে
জাগ্‌ল করুণ রাগরাগিণী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

‘ভাল ছেলের’ নালিশ

মাগো! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন! খাচ্ছিল সে পরোটা
গুড় মাখিয়ে, আরাম করে ব’সে–
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও তাও বড়টা,
দুইখানা সে আপনি খেল ক’ষে!
তাইতে আমি কান ধ’রে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি ‘হ্যাংলা ছেলে’ বলে–
অম্‌নি কিনা মিথ্যা করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে
গেল সে তার মায়ের কাছে চলে!
মাগো! এম্‌নিধারা শয়তানি তার, খেলতে গেলাম দুপুরে,
বল্‌ল, ‘এখন খেল্‌তে আমার মানা’–
ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি দিব্য ছাতের উপরে
ওড়াচ্ছে তার সবুজ ঘুড়িখানা।
তাইতে আমি দৌড়ে গিয়ে ঢিল মেরে আর খুঁচিয়ে
ঘুড়ির পেটে দিলাম ক’রে ফুটো–
আবার দেখ বুক ফুলিয়ে সটান্ মাথা উঁচিয়ে
আন্‌ছে কিনে নতুন ঘুড়ি দুটো!

BANGLADARSHAN.COM

বেজায় রাগ

ও হাড়্গিলে, হাড়্গিলে, খাপ্পা বড় আজ
ঝগড়া কি আজ সাজে তোমার? এই কি তোমার যোগ্য কাজ?
হোম্ড়া চোম্ড়া মান্য তোমরা বিদ্যেবুদ্ধি মর্যাদায়
ওদের সঙ্গে তর্ক করছ–নাই কি কোন লজ্জা তায়?
জান্ছ নাকি বলছে ওরা? "কিচির মিচির কিচ্চিরি,"
অর্থাৎ কিনা, তোমার নাকি চেহারাটা বিচ্ছিরি!
বল্ছে, আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই ত মুখ ব্যথা,
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত, ওরাই শেষে ভুগ্বে ত তা।
ওরা তোমার খোঁড়া বলছে? বেয়াদব ত খুব দেখি!
তোমার পায়ে বাতের কষ্ট–ওরা সেসব বুঝবে কি?
তাই বলে কি নাচ্বে রাগে? উঠ্বে চ'টে চট্ ক'রে?
মিথ্যে আরো তক্ত হবে ওদের সাথে টক্করে।
ঐ শোন বলছে আবার ক'চ্ছে কত বক্তৃতা–
বল্ছে তোমার নেড়া মাথায় ঘোল ঢালাবে–সত্যি তা?
চড়াই পাখির বড়াই দেখ তোমায় দিচ্ছে টিট্কিরি–
বল্ছে, তোমায় মিষ্টি গলায় গান ধরত গিট্কিরি।
বল্ছে তোমার কাঁথাটিকে 'রিফুকর্ম' করবে কি?
খোঁড়া ঠ্যাঙে নামবে জলে? আর কোলা ব্যাঙ ধরবে কি?
আর চ'টো না, আর শুনো না, ঠ্যাঁটা মুখের টিপ্পনি,
ওদের কথায় কান দিতে নেই স'রে পড় এক্ষনি।

BANGLADARSHAN.COM

বড়াই

গাছের গোড়ায় গর্ত করে ব্যাং বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা।
রাজার হাতি হাওদা-পিঠে হেলে দুলে আসে–
“বাপ্‌রে” ব’লে ব্যাং বাবাজি গর্তে ঢোকেন ত্রাসে।
রাজার হাতি মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাং ক’রে ভাঙ্‌ল গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হ’য়ে কয়–
“বাস্‌রে বাস্‌! হাতির গায়ে এমন জোরও হয়!”
মুখ বাড়িয়ে ব্যাং বলে, “ভাই, তাইত তোরে বলি–
আমরা, অর্থাৎ চার-পেয়েরা, এম্নিভাবেই চলি॥”

BANGLADARSHAN.COM

শিশুর দেহ

চশমা আটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে–
“হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধল দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।”
কবি বলেন, “শিশুর মুখে হেরি তরুণ রবি,
উৎসারিত আনন্দে তার জাগে জগৎ ছবি।
হাসিতে তার চাঁদের আলো, পাখির কলকল,
অশ্রুকণা ফুলের দলে শিশির ঢলঢল।”
মা বলেন, “এই দুরুদুরু মোর বুকেরই বাণী,
তারি গভীর ছন্দে গড়া শিশুর দেহখানি।
শিশুর প্রাণে চঞ্চলতা আমার অশ্রুহাসি,
আমার মাঝে লুকিয়েছিল এই আনন্দরাশি।
গোপনে কোন্ স্বপ্নে ছিল অজানা কোন্ আশা,
শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালবাসা।”

BANGLADARSHAN.COM

বিষম কাণ্ড

কর্তা চলেন, গিন্নী চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
তড়্‌বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে।
তেড়ে হন্‌হন্‌ চলে তিনজন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠতেই, একি কাণ্ড! এ আবার কি বলে!
ল্যাজ লম্বা, কান গোল্‌ গোল্‌, তিড়িং বিড়িং ছোটে,
চোখ্‌ মিট্‌মিট্‌, কুটুস্‌ কাটুস্‌—এটি কোন্‌জন বটে
হেই! হুস্‌! হ্যাস্‌! ওরে বাস্‌রে মতলবখান কিরে,
করলে তাড়া যায় না তবু দেখছে আবার ফিরে।
ভাবছে বুড়ো, করবো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফস্‌কে গেলে কাম্‌ড়ে দেবে তেড়ে।
আরে বাপরে! বস্‌ল দেখ দুই পায়ে ভর ক'রে,
বুক দুর্‌ দুর্‌ বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় প'ড়ে।
ভীষণ ভয়ে দাঁত কপাটি তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়্‌মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

BANGLADARSHAN.COM

কিছু চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই
জলছবি আর লাট্টু লাটাই
কেক বিস্কুট লাল দেশলাই
খেলনা বাঁশি কিংবা ঘুড়ি
লেড্ পেনসিল রবার ছুরি?
এসব আমার বাক্সে নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
বৌমা কি চাও শুনতে পাই?
ছিটের কাপড় চিকন লেস্
ফ্যান্সি জিনিস ছুঁচের কেস্
আল্‌তা সিঁদুর কুন্তলীন
কাঁচের চুড়ি বোতাম পিন্?
আমার কাছে ওসব নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
আপনি কি চান কর্তামশাই?
পকেট বই কি খেলার তাস
চুলের কলপ জুতোর ব্রাশ্
কলম কালি গঁদের তুলি
নস্যি চুরুট সূর্তি গুলি?
ওসব আমার কিছুই নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

BANGLADARSHAN.COM

খোকার ভাবনা

মোমের পুতুল লোমের পুতুল আগলে ধ'রে হাতে
তবুও কেন হাব্‌লা ছেলের মন ওঠেনা তাতে?
একলা জেগে একমনেতে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে
আন্‌মনা সে কিসের তরে আঙুলখানি চোষে?
নাইকো হাসি নাইকো খেলা নাইকো মুখে কথা,
আজ সকালে হাব্‌লাবাবুর মন গিয়েছে কোথা?
ভাব্‌ছে বুঝি দুধের বোতল আস্‌ছে নাকো কেন?
কিংবা ভাবে মায়ের কিসে হচ্ছে দেরী হেন।
ভাব্‌ছে এবার দুধ খাবে না কেবল খাবে মুড়ি,
দাদার সাথে কোমর বেঁধে করবে হুড়োহুড়ি,
ফেল্‌বে ছুঁড়ে চামচটাকে পাশের বাড়ির চালে,
না হয় তেড়ে কামড়ে দেবে দুষ্টু দাদুর গালে।
কিংবা ভাবে একটা কিছু ঠুক্‌তে যদি পেতো–
পুতুলটাকে করত ঠুকে এক্কেবারে থেঁতো।

BANGLADARSHAN.COM

বুঝবার ভুল

এমনি পড়ায় মন বসেছে পড়ায় নেশায় টিফিন ভোলে।
সাম্‌নে গিয়ে উৎসাহ দেই মিষ্টি দুটো বাক্য বলে।

পড়্‌ছ বুঝি? বেশ বেশ বেশ! এক মনেতে পড়্‌লে পরে
লক্ষ্মীছেলে—সোনার ছেলে' বলে সবাই আদর করে।

এ আবার কি? চিত্র নাকি? বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাসা! পিটিয়ে তোমায় কর্‌ছি খাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রীষ্ম

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন কাঁপিয়ে ভুবন মাত্‌ল তপন নাচল পবন।
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেল্‌ছে আকাশ তপ্ত নিশাস ছুট্‌ছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শক্‌নো শ্মশান যায় বুঝি প্রাণ হায় ভগবান।
দারুণ তৃষায় ফির্‌ছে সবায় জল নাহি পায় হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে হাঁপিয়ে ওঠে ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড় করে ধড়্‌ফড়্‌ ধরার পাঁজর,
দশ দিক হয় ঘোর ধূলিময় জাগি মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বারবার ঘন হুঙ্কার,
শুনি নিয়তই থাকি থাকি ওই হাঁকে হই হই মাভৈ মাভৈঃ।

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়,
যে আনন্দে বাতাস বহে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়,
যে আনন্দে আকাশ ভরা,
যে আনন্দ সকল সুখে,
সে আনন্দ মধুর হয়ে,
সে আনন্দ আলোর মত,

যে আনন্দ পাখীর গানে,
যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দ সাগরজলে,
যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ রক্তধারায়,
তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
থাকুক তব জীবন ভরি।

BANGLADARSHAN.COM

ছড়াঃ ছিটে ফোঁটা

তিন বুড়ো পণ্ডিত টাকচূড়ো নগরে
চ'ড়ে এক গাম্‌লায় পাড়ি দেয় সাগরে।
গাম্‌লাতে ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখনি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি॥
"ম্যাও ম্যাও হুলোদাদা, তোমার যে দেখা নাই?"
"গেছিলাম রাজপুরী রাণীমার সাথে ভাই!"
"তাই নাকি? বেশ বেশ, কি দেখেছ সেখানে?"
"দেখেছি ইঁদুর এক রাণীমার উঠানে॥"
গাধাটার বুদ্ধি দেখ!–চাঁট মেরে সে নিজের গালে,
কে মেরেছে দেখবে ব'লে চড়্‌তে গেছে ঘরের চালে।
ছোট ছোট ছেলেগুলো কিসে হয় তৈরি,
–কিসে হয় তৈরি?
কাদা আর ময়লা, ধুলো মাটি ময়লা,
এই দিয়ে ছেলেগুলো তৈরি।
ছোট ছোট মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরি,
–কিসে হয় তৈরি
ক্ষীর ননী চিনি আর যাহা ভাল দুনিয়ার
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরি॥
রং হল চিঁড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে হাত বুলিয়ে।
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধর্‌ল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘর বাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা॥

BANGLADARSHAN.COM

ইংরেজি ছড়ার আভাসে রচিত

ভারি মজা

এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘণ্টাখানেক হবে–
আবার কেন হঠাৎ হেন নামলে এখন টবে?
এক্‌লা ঘরে ফূর্তি ভরে লুকিয়ে দুপুরবেলা,
স্নানের ছলে ঠাণ্ডা জলে জল-ছপ্‌ছপ্‌ খেলা।
জল ছিটিয়ে, টব পিটিয়ে, ভাবছ, “আমোদ ভারি,–
কেউ কাছে নাই, যা খুশি তাই করতে এখন পারি।”
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌–ঐ দুপ্‌ দুপ্‌! ঐ জেগেছে মাসি,
আসছে ধেয়ে, শুনতে পেয়ে দুষ্টু মেয়ের হাসি।

BANGLADARSHAN.COM

সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়–

একদা নিশিথে এক সম্পাদক গোবেচারা।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
বেচারি ভাবিল মনে–বিদেশে লুকায়ে থাকি॥
এদিকে ত ক্রমে ক্রমে বৎসরেক হল শেষ।
'নোটিশ' পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ॥'
লেখক পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার মার।'
–দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা–আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়॥

তারপরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
সে সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ॥
দিস্তা দিস্তা গদ্য পদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে।
পুনরায় বেচারির নিত্যি নিত্যি মাথা ধরে॥
লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ্ম বেশ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই–লাঞ্ছনার নাহি শেষ॥

BANGLADARSHAN.COM

নাচন

নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হুলো মেনী যে যার গলার কালোয়াতীর তান।
নাচ্ছি দেখে চাঁদা মামা হাস্‌ছে ভরে গাল
চোখটি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখ্‌না বুড়োর চাল।

BANGLADARSHAN.COM

বন্দনা

নমি সত্য সনাতন নিত্য ধনে
নমি ভক্তিভরে নমি কায়মনে।
নমি বিশ্বচরাচর লোকপতে
নমি সর্বজনাশ্রয় সর্বগতে।
নমি সৃষ্টি-বিধারণ শক্তিধরে,
নমি প্রাণপ্রবাহিত জীব জড়ে।
তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্বপটে
মহাশূন্যতলে তব নাম রটে।
কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে
কত স্তব্ধ হিমাচল ধ্যান করে।
কত সৌরভ সঞ্চিত পুষ্পদলে
কত সূর্য বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত বন্দনঝঙ্কৃত ভক্তচিতে
নমি বিশ্ব বরাভয় মৃত্যুজিতে।

BANGLADARSHAN.COM

খোকা ঘুমায়

কোন্‌খানে কোন্‌ সুদূর দেশে, কোন্‌ মায়ের বুকে,
কাদের খোকা মিষ্টি এমন ঘুমায় মনের সুখে?
অজানা কোন্‌ দেশে সেথা কোন্‌খানে তার ঘর?
কোন্‌ সমুদ্র, কত নদী, কত দেশের পর?
কেমন সুরে, কি ব'লে মা ঘুমপাড়ানি গানে
খোকার চোখে নিত্যি সেথা ঘুমটি ডেকে আনে?
ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী তাদেরও কি থাকে?
"ঘুমটি দিয়ে যাওগো" ব'লে মা কি তাদের ডাকে?
শেয়াল আসে বেগুন খেতে, বর্গি আসে দেশে?
ঘুমের সাথে মিষ্টি মধুর মায়ের সুরটি মেশে?
খোকা জানে মায়ের মুখটি সবার চেয়ে ভালো,
সবার মিষ্টি মায়ের হাসি, মায়ের চোখের আলো।
স্বপন মাঝে ছায়ার মত মায়ের মুখটি ভাসে,
তাইতে খোকা ঘুমের ঘোরে আপন মনে হাসে।

BANGLADARSHAN.COM

আদুরে পুতুল

যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস থোপ্না গাল,
ঝিকিমিকি চোখ মিট্‌মিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাট্‌কা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক্, দাঁত মেলে আর চুল খুলে–
টিনের পুতুল চীনের পুতুল কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোব্‌দা গড়ন এম্নি ধরন আব্‌দারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রং মিষ্টি নরম–দেখ্‌ছ কেমন হাত বুলোয়!
বল্‌বি কি বল্ হাব্‌লা পাগল আবোল তাবোল কান ঘেঁষে
ফোক্‌লা গদাই যা বল্‌বি তাই ছাপিয়ে পাঠাই “সন্দেশে”।

BANGLADARSHAN.COM

কতবড়

ছোট্ট সে এক রতি ইঁদুরের ছানা,
ফোটে নাই চোখ তার, একেবারে কানা।
ভাঙা এক দেরাজের ঝুলমাখা কোণে
মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে।

যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে–
দেরাজের ভারি কাঠ চারিদিক ছেয়ে।
চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি–
“ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি?”

BANGLADARSHAN.COM

বিচার

ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে–
“বল্‌ব কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই, সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমা খেলা।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু”–
“জজ্‌ কে হবে?” বল্‌লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু,
“কোথায় উকিল প্যায়দা পুলিশ, বিচার কিসে হবে?”
মাম্‌দো বলে, “শোন বলে দেই তবে।
আমিই হব উকিল হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধ’রে তোর বলব, ‘ব্যাটা, ফের করেছিস্‌ চুরি?’
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অম্‌নি একেবারে–
বুঝ্‌বি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে।”

BANGLADARSHAN.COM

ছুটি

ছুটি! ছুটি! ছুটি!
মনের খুশি রয়না মনে হেসেই লুটোপুটি।
ঘুচল এবার পড়ার তাড়া অঙ্ক কাটাকুটি
দেখ্‌ব না আর পণ্ডিতের ঐ রক্ত আঁখি দুটি।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি
এখন থেকে কেবল খেলা কেবল ছুটোছুটি।
পাড়ার লোকের ঘুম ছুটিয়ে আয়রে সবাই জুটি
গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি।
আয়রে সবাই হল্লা ক'রে হরেক মজা লুটি
একদিন নয় দুইদিন নয় দুই দুই মাস ছুটি।

BANGLADARSHAN.COM

সন্দেশ

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি?
কেন ভন্‌ভন্‌ হাড় জ্বালাতন ছেড়ে দেওনা বাঁচি!
নাকের গোড়ায় সুড়্‌সুড়ি দাও শেষটা দিবে ফাঁকি?
সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ ক'রে হুল ফোটাবে নাকি?

BANGLADARSHAN.COM

বাবু

অতি খাসা মিহি সূতি
ফিন্‌ফিনে জামা ধুতি,
চরণে লপেটা জুতি জরিদার।
এ হাতে সোনার ঘড়ি,
ও হাতে বাঁকান ছড়ি,
আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা
তায় তোফা টেরিকাটা–
সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।

ঠোঁট দুটি এঁকে বেঁকে
ধোঁয়া ছাড়ে থেকে থেকে,
হালচাল দেখে দেখে হাসি পায়।

BANGLADARSHAN.COM

ঘোষেদের ছোট মেয়ে
পিক্ ফেলে পান খেয়ে
নিচু পানে নাহি চেয়ে হায়রে।

সেই পিক থ্যাপ ক'রে
লেগেছে চাদর ভরে
দেখে বাবু কেঁদে মরে যায়রে।

ওদিকে ছ্যাকরাগাড়ি
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি
ছিটকিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘোলাজল।

সহসা সে জল লাগে
জামার পিছন বাগে,
বাবু করে মহারাগে কোলাহল॥

ছবি ও গল্প

ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি
যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।

পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে
হাবু ফেরেন বাড়ি
চক্ষু দুটি ছানাবড়া
মুখখানি তার হাঁড়ি

রাগে আগুন হলেন বাবা
সকল কথা শুনে
আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে তারে
দিলেন তুলো ধুনে

মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি
মাথায় ক'রে তোলে
শুনে মায়ের বুক ফেটে যায়
'হায় কি হল' ব'লে

পিসী ভাসেন চোখের জলে
কুটনো কোটা ফেলে
আহ্লাদেতে পাশের বাড়ি
আটখানা হয় ছেলে।

BANGLADARSHAN.COM

কাণা-খোঁড়া সংবাদ

পুরাতন কালে ছিল দুই রাজা
নামধাম নাহি জানা,
একজন তার খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।
মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পর ধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাগ বিকট অতি।
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারই মত,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।
ভাই ভাই মত ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি,
হেনকালে আসি তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।
তিন হাত জমি হেন ছিল, তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায় “এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।”
শুনি কানা রাজা ক্রোধ করি কয়,
“আরে অভাগার পুত্র,
এ জমি তোমারি– দেখ না এখনি
খুলিয়া কাগজপত্র।”
নক্সা রেখেছে একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কূটমতি কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি;

BANGLADARSHAN.COM

কাজেই তর্ক না মিটিল হায়
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ হদ্দ মতন
চৌদ্দ বছর ধরি।
মরিল সৈন্য ভাঙিল অস্ত্র,
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি তেমনই রহিল,
কারও হার জিত নাহি।

তবে খোঁড়া রাজা কহে, “হায় হায়,
তর্ক নাহিক মিটে,
ঘোরতর রণে অতি অকারণে
মরণ সবার ঘটে।”
বলিতে বলিতে চটাৎ করিয়া
হঠাৎ মাথায় তার
অদ্ভুত এক বুদ্ধি আসিল
অতীব চমৎকার।
কহিল তখন খোঁড়া মহারাজ,
“শুন মোর কানা ভাই,
তুচ্ছ কারণে রক্ত ঢালিয়া
কখনও সুযশ নাই।
তার চেয়ে জমি দান করে ফেল
আপদ শান্তি হবে।”
কানা রাজা কহে, “খাসা কথা ভাই
কারে দিই কহ তবে।”
কহেন খঞ্জ, “আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর,–
একটি পেটুক, অপর অলস,
তৃতীয় কুস্তিগীর।
তোমার মুলুকে কে আছে এমন
এদের হারাতে পারে?–

BANGLADARSHAN.COM

সবার সুমুখে তিন হাত জমি
বক্‌শিস্‌ দিব তারে।”
কানা রাজা কহে, “ভীমের দোসর
আছে ত মল্ল মম,
ফলাহারে পটু, পঁচাশি পেটুক
অলস কুমড়া সম।
দেখা যাবে কার বাহাদুরি বেশী
আসুক তোমার লোক।
যে জিতিবে সেই পাবে এই জমি”–
খোঁড়া বলে “তাই হোক।”

পড়িল নোটিস ময়দান মাঝে
আলিশান সভা হবে,
তামাসা দেখিতে চারিদিক হতে
ছুটিয়া আসিল সবে।
ভয়ানক ভিড়ে ভরে পথঘাট,
লোকে হল লোকাকার,
মহা কোলাহল দাঁড়াবার ঠাঁই
কোনোখানে নাহি আর।
তারপর ক্রমে রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে দুই পালোয়ান
আসরে আসিল নেমে।
লম্ফে ঝম্ফে যুঝিল মল্ল
গজ-কচ্ছপ হেন,
রুষিয়া মুষ্টি হনিল দোঁহায়–
বজ্র পড়িল যেন।
গুঁতাইল কত, ভোঁতাইল নাসা
উপাড়িল গোঁফ দাড়ি,
যতেক দন্ত করিল অন্ত
ভীষণ চাপট মারি।

BANGLADARSHAN.COM

তারপরে দোঁহে দোঁহারে ধরিয়া
ছুঁড়িল এমনি জোরে,
গোলার মতন গেল গো উড়িয়া
দুই বীর বেগভরে।
কি হল তাদের কেহ নাহি জানে
নানা কথা কয় লোকে,
আজও কেহ তার পায়নি খবর
কেহই দেখেনি চোখে।
যাহোক এদিকে, কুস্তির শেষে
এল পেটুকের পালা,
যেন অতিকায় ফুটবল্ দুটি,
অথবা ঢাকাই জালা।
ওজনেতে তারা কেহ নহে কম,
ভোজনেতে ততোধিক,
বপু সুবিপুল, ভুঁড়ি বিভীষণ,–
ভারি সাতমণ ঠিক।
BANGLADARSHAN.COM
অবাক দেখিছে সভার সকলে
আজব কাণ্ড ভারি–
ধামা ধামা লুচি নিমেষে ফুরায়
দই ওঠে হাঁড়ি হাঁড়ি!
দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া সকলে
দেখে আহারের পরে
দুজনেই ঠিক বেড়েছে ওজনে
সাড়ে তিনমণ ক’রে।
কানা রাজা বলে “একি হল জ্বালা,
আক্কেল নাই কারো,
কেহ কি বোঝে না সোজা কথা এই,–
হয় জেতো নয় হারো।”
তার পর এল কুঁড়ে দুইজন
ঝাঁকার উপর চড়ে,
সভামাঝে দোঁহে শুয়ে চিৎপাত

চুপচাপ রহে পড়ে।
হাত নাহি নাড়ে, চোখ নাহি মেলে,
কথা নাই কারো মুখে।
দিন দুই তিন রহিল পড়িয়া,
নাসা গীত গাহি সুখে।
জঠরে যখন জ্বলিল আগুন,
পরান কণ্ঠাগত,
তখন কেবল মেলিয়া আনন
থাকিল মড়ার মত।
দয়া করে তবে সহৃদয় কেহ
নিকটে আসিয়া ছুটি
মুখের নিকটে ধরিল তাদের
চাটিম্ কদলী দুটি।
খঞ্জের লোকে কহিল কষ্টে
"ছাড়িয়ে দেনারে ভাই,"
কানার ভৃত্য রহিল হাঁ ক'রে
মুখে তার কথা নাই।
তখন সকলে কাষ্ঠ আনিয়া
তায় কেরোসিন ঢালি,
কুঁড়েদের গায়ে চাপাইয়া রোষে
দেশলাই দিল জ্বালি।
খোঁড়ার প্রজাটি "বাপ্‌রে" বলিয়া
লাফ্ দিয়া তাড়াতাড়ি
কম্পিত পদে চম্পট দিল
একেবারে সভা ছাড়ি।
"দুয়ো" বলি সবে দেয় করতালি
পিছু পিছু ডাকে "ফেউ"
কানার অলস বলে, "আপদ
ঘুমুতে দিবিনা কেউ?"
শুনে সবে বলে "ধন্য ধন্য
কুঁড়ে-কুল-চূড়ামণি!"

BANGLADARSHAN.COM

ছুটিয়া তাহারে বাহির করিল
আগুন হইতে টানি।
কানার লোকের গুণপনা দেখে
কানা রাজা খুসী ভারি,
জমিত দিলই– আরও দিল কত,
টাকাকড়ি ঘরবাড়ি।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM